এক নযরে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত

ওযূর তরীকা : ওযূ অর্থ পরিচ্ছন্ন করা। (১) প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে। অতঃপর (২) 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর (৩) ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি সমেত ধুবে এবং দুই হাতের আঙ্গুল সমূহ পরস্পরে খিলাল করবে। এরপর (৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়বে। তারপর (৫) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করবে ও দাড়ি খিলাল করবে। এজন্য এক অঞ্জলি পানি থুৎনীর নীচে দিবে। অতঃপর (৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সমেত ধুবে। এরপর (৭) পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে এবং পিছন হ'তে সম্মুখে একবার বুলিয়ে পুরা মাথা মাসাহ করবে। একই সাথে ভিজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে। এসময় ঘাড় মাসাহ করবে না। অতঃপর (৮) ডান ও বাম পায়ের টাখনু সমেত ভালভাবে ধুবে ও বাম হাতের আঙ্গুল সমূহ দ্বারা পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ। আল্লা-হুম্মাজ্'আল্নী মিনাত্ তাউয়াবীনা ওয়াজ্'আল্নী মিনাল মুতাত্বহ্হিরীন।

অনুবাদ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' *(মুসলিম)*। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন'!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/২৩৪; তিরমিযী হা/৫৫; মিশকাত হা/২৮৯)*।

তায়াম্মুমের তরীকা : 'তায়াম্মুম' অর্থ সংকল্প করা। পাক পানি পাওয়া অসম্ভব হ'লে কিংবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে ওযূর বদলে পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' করা যাবে। পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে *'বিসমিল্লাহ'* বলে মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে *(বুখারী, মুসলিম)*। এভাবে তায়াম্মুম শেষে উপরোক্ত ওযূর দো'আ পাঠ করবে।

ছালাতের তরীকা :

(১) ওযূ বা তায়াম্মুম শেষে মনে মনে ছালাতের সংকল্প করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্ল-হু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা শেষে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকে বাঁধবে। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর বুকে রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি বুকের উপর রাখবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে।-

আল্ল-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আত্তা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্ল-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্সিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদ'।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচ্ছন্ন কর গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দাও পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা'।

একে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা 'ছানা' বলা হয়। এই দো'আটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

(২) সূরা ফাতিহা : *ছানা পাঠ শেষে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ* সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* বলবে। জেহরী ছালাত হ'লে সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে, নইলে চুপে চুপে বলবে।

(৩) ক্বিরাআত : সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

(৪) রুকূ : ক্বিরাআত শেষে 'আল্ল-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং ধীরে-সুস্থে রুকূর দো'আ পড়বে- *'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) কমপক্ষে ৩ বার।

(৫) ক্বওমা : অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ'* (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ একবার পড়বে।-*'রব্বানা লাকাল হাম্দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা)। অথবা পড়বে-*'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু হাম্দান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রকান ফীহ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকতময়)। **(৬) সিজদা :** ক্বওমার দো'আ পাঠ শেষে *'আল্ল-হু আকবার'* বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে। এ সময় দু'হাত চেহারার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী করে রাখবে। কনুই উঁচু ও বগল ফাঁকা থাকবে। হাঁটুতে বা মাটিতে কনুই রাখবে না। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে। সিজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে।-

সিজদার দো'আ : *'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ) কমপক্ষে ৩ বার পড়বে। রুকূ ও সিজদার অন্য দো'আও রয়েছে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া ও আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে নিম্নের দো'আ পাঠ করবে।-

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ :

আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্যুক্বনী।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর দয়া কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর, আমাকে সুস্থতা দান কর ও আমাকে রূযী দান কর'।

অতঃপর *'আল্ল-হু আকবার'* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো'আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়বে না। ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়াবার আগে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে 'জালসায়ে ইস্তিরা-হাত' বা 'স্বস্তির বৈঠক' বলে। অতঃপর মাটিতে দু'হাত বিছিয়ে তাতে পূর্ণ ভর দিয়ে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াবে। এ সময় মুঠ মারবে না বা আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঠবে না এবং তীরের মত একটানে উঠে দাঁড়াবে না।

(৭) বৈঠক : ২য় রাক'আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি **১ম** বৈঠক হয়, তবে কেবল 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ে মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে ৩য় রাক'আতের জন্য ধীরে-সুস্থে উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ার পর দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ ও সম্ভব হ'লে অন্যান্য দো'আ পড়বে। **১ম** বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে বাম নিতম্বের উপরে বসবে। এ সময় ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি সাধ্যমত ক্বিবলামুখী করবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম উরুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত একই স্থানে ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদত অঙ্গুলী ধীর গতিতে নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে। মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না। [ওযূ ও ছালাতের তরীকায় হাদীছের দলীল সমূহের জন্য দ্রষ্টব্য 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' সংশ্লিষ্ট অধ্যায়]।

শেষ বৈঠকের দো'আ সমূহ

(ক) তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু) :

আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছলাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বইয়িবা-তু; আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছ-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ।

অনুবাদ : 'যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও বরকত সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপর ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

(খ) দরূদ :

আল্ল-হুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছল্লায়তা 'আলা ইবর-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা 'আলা ইব্র-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর, যেমন তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।

(গ) দো'আয়ে মাছূরাহ :

আল্ল-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম'।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গোনাহ মাফ করার কেউ নেই তুমি ব্যতীত। অতএব তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা কর এবং আমার উপরে অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।

(৮) সালাম : দো'আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'* (আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তোমাদের উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে *'ওয়া বারাকা-তুহ'* (এবং তাঁর বরকত সমূহ) যোগ করা যেতে পারে। সালাম শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে।-

আল্ল-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্ফিরুল্লা-হ, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ (তিনবার)। অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আল্ল-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম' (হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় তুমি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক)। **॥ এরপর অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়তে পারেন ॥**

দ্রষ্টব্য : হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'আরবী ক্বায়েদা ১ম ভাগ' বই।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), বিমানবন্দর রোড, পো : সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৯১৬-১২৫৫৮৩।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৪১ হি./১৪২৬ বাং/২০২০ খৃ.